দৈনিক সংবাদ

APR. 12 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৫ ...

ঢা.বিতে অনিয়ম করে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা

মোশতাক আহমেদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম করে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রিকে বাদ দিয়ে অনার্সে ৪র্থ এবং মাস্টার্সে ৫ম স্থান পাওয়া ছাত্রিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

এ ব্যাপারে সিন্ডিকেটের সভায় একজন সদস্যের বিরোধিতার জন্য নিয়োগ স্থগিত রাখা হয়।

এদিকে এ নিয়ে বিভাগীয় শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে দু'জন প্রভাষক এবং দু'জন সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য গত কয়েক মাসে দু'দফায় বিজ্ঞাপন

ঢা.বিতে ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

ঢা.বিতে ঃ অনিয়ম

১২ পৃষ্ঠার পর

দেয়া হয়। এতে মোট ৩৯ জন প্রার্থী আবেদন করেন। এরপর গত ৩১শে মার্চ ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচনী বোর্ড (প্রো-ভিসি, জীববিজ্ঞানের ডিন, চেয়ারম্যান, একজন এক্সটার্নাল ও একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত) সভায় প্রাথমিকভাবে পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে দু'জন সহকারী অধ্যাপক এবং তিনজন প্রভাষক। একই বোর্ড সভায় পরে একজন প্রভাষক প্রার্থীকে বাদ দিয়ে দু'জনকে রাখা হয়।

বিভাগের একটি সূত্র এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, প্রভাষক হিসেবে যে দু'জনকে রাখা হয়েছে তার মধ্যে একজন এম.আর ডিআইতে চাকরি করেন। তিনি ১৯৯২ সালে পাস করেন। তিনি অনার্সে ৪র্থ এবং মাস্টার্সে ৫ম স্থান অধিকার করেন। আর যাকে বাদ দেয়া হয়েছে তিনি ১৯৯৬-৯৭ সেশনে মাস্টার্স করেন। তিনি অনার্সে ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অনার্সে তার গড় নম্বর ৭৩.৮% এবং মাস্টার্সে ৭৫.৬%। এছাড়া সহকারী অধ্যাপক হিসেবে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত একজন অনার্সে দ্বিতীয় এবং মাস্টার্সে ৩য় স্থান পাওয়া। আবেদনকারীদের মধ্যে তার চেয়েও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী ছিল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এরপর ৩১শে মার্চ ওই ৪ জনের নাম নিয়ে সিন্ডিকেটে আলোচনা হয়। কিন্তু সিন্ডিকেটের একজন সদস্য এ নিয়োগের বিরোধিতা করলে তা স্থগিত হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত তাদের নিয়োগ নিয়ে লবিং চলছে। একই বিভাগের বিএনপিপন্থী এক শিক্ষক নেতা তার সমর্থকপুষ্ঠদের নিয়োগ দেয়ার জন্য এসব করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ নিয়ে বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, আমরা চাই একজন ভাল ও মেধাবী শিক্ষক। তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করেন এমন শিক্ষক হলে আমাদের পাঠদানে অনেক ক্ষতি হবে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১২ বছর পর এ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক তোফাজ্জল হোসেন খান বলেন, 'আমি উপাচার্যকে জানিয়ে দিয়েছি আমার দ্বারা এভাবে বিভাগের উন্নয়ন সম্ভব নয়।' তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বুঝবে কাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করবে। তবে আমি চাই স্বচ্ছতা।